হরিণাকুণ্ডুতে আইন-শৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভা

ঝিনাইদহের হরিণাকুৃণ্ডু উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মাদক, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ে উপজেলা আইন শৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১১টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দা নাফিস সুলতানার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন।

এছাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. জামিনুর রশিদ, সহকারী কমিশনার (ভুমি) সেলিম আহামেদ, সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি রওশন আলী, পৌর মেয়র ফারুক হোসেন, হরিনাকুন্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল রহিম মোল্লাা, ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম (শিলু), মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রেশমা খাতুন, কৃষি অফিসার হাফিজ হাসান, সমাজসেবা অফিসার শিউলি বিশ্বাসসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান ও ইউপি চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তাগণ সমাজ থেকে চুরি, ছিনতাই, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে একাত্বকতা ঘোষণার আহবান জানান। উপস্থিত সকলে এমন অপরাধীদের পাশে না থাকারো অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ঝিনাইদহে মাসব্যাপী সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে মাসব্যাপী সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে এ প্রশিক্ষণ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা ক্রীড়া অফিসার মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি ও এসএস টিভির জেলা প্রতিনিধি ফয়সাল আহমেদ, পূর্বাঞ্চল সুইমিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদক তরিকুল ইসলাম। উদ্বোধন শেষে সদর উপজেলা পরিষদ পুকুরে সাঁতার প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

আয়োজকরা জানান, ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচীর আওতায় মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণ চলবে। এতে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশ নিবে। পরে পূর্বাঞ্চল সুইমিং ক্লাবের দুই সাতাঁরু বিকেএসপিতে ভর্তির সুযোগ পাওয়ায় তাদেরকে বিদায় সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

দামুড়হুদায় নবাগত ইউএনও’র সাথে সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা বিনিময়

দামুড়হুদায় নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) তাছলিমা আক্তারের সাথে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাক্ষাৎ কালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

সোমবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী’র নেতৃত্বে প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের পক্ষে ফুলের তোড়া দিয়ে নবাগত ইউএনও- কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মোজাম্মেল শিশির,সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, যুগ্ম সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবীব,সাবেক সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল,সাধারণ

সম্পাদক হাবিবুর রহমান হবী,অর্থ সম্পাদক শমসের আলী,সহ যুগ্ম সম্পাদক রতন বিশ্বাস,সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান মিলন, ক্রীড়া সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চলের দামুড়হুদা অফিস প্রধান ও দৈনিক বাংলাদেশ কন্ঠ’র জেলা প্রতিনিধি তানজীর ফয়সাল, দৈনিক মাথাভাঙ্গা’র দামুড়হুদা অফিস প্রধান ও দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদের দামুড়হুদা উপজেলা প্রতিনিধি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, দৈনিক নবচেতনার দামুড়হুদা প্রতিনিধি এস এম সুজন প্রমূখ।

চুয়াডাঙ্গায় পরস্ত্রীকে মোবাইল ফোনে উত্যাক্ত করায় গ্যাড়াকলে মাতামোল্লা

চুয়াডাঙ্গার আড়িয়া গ্রামে পরস্ত্রীকে মোবাইল ফোনে উত্যাক্ত করে গ্যাড়াকলে পড়েছে প্রভাবশালী মাতামোল্লা ওরফে আবুল হাশেম । গ্রামে সালিস বৈঠক বসলেও প্রভাবশালী মাতামোল্লার বিচার করতে কেউ সাহস পায়নি।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের ৬২ আড়িয়া গ্রামের আনেছদ্দিনের ছেলে প্রাভাবশালী মাতামোল্লা প্রায় সময় মোবাইল ফোনে উত্যাক্ত করে আসছিলো একই গ্রামের ছালামের স্ত্রীকে। বিষয়টি ছালামকে তার স্ত্রী অবহিত করে।

ছালাম মৌখিক ভাবে মাতামোল্লাকে নিষেধ করলেও প্রমান সে প্রমান দেখতে চাই। সে প্রভাবশালী হওয়ায় হতদরিদ্র ছালাম প্রমানছাড়া কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিলো না। একপর্যায় মাতামোল্লার কথোপোকথন মোবাইলে রেকোর্ড হলে প্রমান এসে যায় ছালামসহ গ্রামবাসির হাতে।

এনিয়ে রোববার রাতে প্রথম দফায় গ্রামে সালিস বৈঠক বসলেও তা ভেস্তে যায়। এরিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় সালিস বৈঠক বসার প্রক্রিয়া চলছিলো বলে গ্রামসূত্রে জানাগেছে। এব্যাপারে মাতামোল্লার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও ফোনে পাওয়া যায়নি।

আলমডাঙ্গায় আপন আঙিনায় উচ্ছ্বাসে বরণ শিক্ষার্থীদের

দীর্ঘদিন পর স্কুল খুলে দেওয়ার প্রথমদিনে আলমডাঙ্গার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে ছিল সাজ সাজ রব। স্কুল ও গেট সাজানো হয়েছে রঙ-বেরঙের ফুল ও বেলুন দিয়ে। শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ টাঙিয়েছেন ব্যানার।

সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে এক টেবিলে দুজন শিক্ষার্থীকে বসিয়ে নেওয়া হয়েছে ক্লাস। সকাল থেকে স্কুল পরিদর্শনে মাঠে কাজ করে জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলার শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারা।

বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শনে জানাযায়, করোনা সংক্রমণ কমার পরিপ্রেক্ষিতে খুলে দেওয়া হয়েছে আলমডাঙ্গার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ। নতুন কিংবা পরিষ্কার করা ইউনিফর্ম পরে, কাঁধে বই-খাতার ব্যাগ ঝুলিয়ে দলে দলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রিয় ক্যাম্পাসে ফিরেছে। তাদের কলরবে দীর্ঘদিন নিস্তব্ধ হয়ে থাকা স্কুল-কলেজ মুখরিত হয়ে উঠে তাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান চত্বর।

শিক্ষক, শিক্ষার্থী সবার মুখে ছিল স্বস্তির ছাপ। দীর্ঘদিন পর একত্রিত হতে পেরে সবাই একে অপরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেছেন। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল ফটকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্প্রে ও থার্মাল মেশিন দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হয়েছে। অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকদের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের ফুল ও চকলেট দিয়ে বরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গার কুমারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, মীর সামসুল জোহা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে দেখা যায়, দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকার পর স্কুল খোলায় শিক্ষার্থীদের দেখার মত উপস্থিতি ।

মীর সামসুল ইসলাম জোহা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার রশিদ সাগর জানান, রবিবার সকাল থেকে স্কুলে শিক্ষার্থীদের আগমণ ঘটে। স্কুলে শিক্ষার্থীদের শারীরিক পরিক্ষা শেষে তাদের

স্কুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে। হাটবোয়ালিয়া বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি জিনারুল ইসলাম বলেন, স্কুল খোলার নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে স্কুলে পর্যাপ্ত পরিমানের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ইউএনও দিলারা রহমান বদলি নবাগত ইউএনও তাছলিমা আক্তারের বরণ

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের আয়োজনে পদন্নোতি পেয়ে বিদায়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এর বদলি এবং নবাগত নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার বরণ ও যোগদান উপলক্ষে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেক সহ উপজেলর সকল পর্যায়ের অফিসার, ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দ প্রমূখ।

উপজেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানকে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পরিকল্পনা কমিশন হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগের সিনিয়র সহকারী প্রধান (সিনিয়র সহকারী সচিব) হিসেবে ন্যাস্ত করে পদন্নোতি দিয়ে বদলি করা হয়েছে ।

এ উপলক্ষে উপজেলা পরিষদের আয়োজনে রবিবার বিকাল ৪ টার দিকে উপজেলা পরিষদ সন্মেলন কক্ষে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাছলিমা আক্তারকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করা হয়েছে।

নবাগত ইউএনও তাসলিমা আক্তার ৩১ তম বিসিএস ক্যাডারের উত্তির্ন হয়ে তার কর্মজীবন শুরু করেন। উল্লেখ যে, এখানে যোগদানের আগে তিনি সাতক্ষীরা জেলাার দেভাঁটা উপজেলায় নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
বিদায়ী দামুড়হুদা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান তাঁর অফিসিয়াল ফেসবুকপেইজে দামুড়হুদা উপজেলার বাসীর উদ্দেশ্য যা বলেছেনঃ

বিদায় দামুড়হুদ ! বিদায় শব্দটা সত্যিই বড়ই কঠিন। এক বছর সাড়ে তিন মাস খুব বেশি সময় না হলেও মনে হচ্ছে বহুবছর দামুড়হুদা উপজেলায় দায়িত্ব পালন করেছি। দামুড়হুদাবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালবাসায় আপ্লুত হয়েছি। দামুড়হুদা উপজেলায় চাকরির এই সময়টা আমার সারাজীবন একটু ভিন্নভাবে মনে থাকবে। চেষ্টা করেছি শতভাগ সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে। কতটুকু করতে পেরেছি তা এই মূহূর্তে বলতে পারছিনা, সেটা মূল্যায়নের দায়িত্ব দামুড়হুদাবাসীর উপর ছেড়ে দিলাম।

বিদায়বেলায় বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জেলা প্রশাসক স্যার, সকল জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তাবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ ও সুধীবৃন্দের প্রতি।

আমার শেষ কর্মদিবস দামুড়হুদা । পরবর্তী গন্তব্য প্লানিং কমিশন, ঢাকা। আমি শুধু আপনাদের সকলের দোয়া চাই। আমার ও আমার পরিবার পরিজনের জন্য সকলে দোয়া করবেন। ভাল থাকুক দামুড়হুদাবাসী। আল্লাহ হাফেজ।

এ বিষয়ে নবাগত ইউএনও বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠানে উপজেলার সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

কালীগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে গ্রামে প্রবেশ নিষেধ,

দল থেকে অব্যাহতি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জের আলাইপুর গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্ষাতনকারী সেই আলোচিত সেচ্ছাসেবকলীগ নেতা মিজানুর রহমানকে অবাঞ্চিত ঘোষনা করা হয়েছে। এখন থেকে সে আর ওই গ্রামের দাসপাড়াতে আসতে পারবে না।

সেই সাথেই গ্রামের মধ্যে কোন দোকানে তাসের আড্ডা বা রাতে দোকান খোলা রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গত শনিবার রাত ৯ টায় আলাইপুর দাসপাড়াতে গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার গ্রামের শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে এ কঠোর সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেন।

এ সময়ে পূজা পরিষদ, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ও স্থানীয় আ’লীগের নেতৃবৃন্দ সহ গনমাধ্যমের কর্মীগন উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনকারী ১ নং সুন্দরপুর-দুর্গাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও পাশর্^বতী আলুকদিয়া পাড়ার মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে গ্রামবাসী কর্তৃক ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক বরাবর এক অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। এ নিয়ে প্রতিবাদি হয়ে উঠে মানবাধিকার সংগঠনগুলো।

গত শনিবার রাতে ওই গ্রামের সকল মানুষের উপস্থিতিতে সভাতে কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজী আনার বলেন, আওয়ামী লীগের নাম ভাঙ্গিয়ে নীরিহ মানুষের উপর নির্যাতনকারী কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যে ওই মিজানুরকে সেচ্ছাসেবক লীগ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। সেই সাথেই সেচ্ছাসেবক লীগ কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার কমিটিকেও বিলুপ্ত করা হয়েছে।

সভাতে গ্রামবাসীদের কথা শুনে তিনি সিদ্ধান্ত দেন, এখন থেকে মিজানুর আর এ পাড়াতে আসতে পারবে না। তাকে গ্রামের বাইরে দিয়ে চলাচল করতে হবে। যদি সে পূনরায় এ গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক আইনের কঠোরতম ব্যাবস্থা গ্রহন করবেন।
এমপি আরো বলেন, গ্রামের মানুষদের শান্তিতে বসবাসের জন্য রাতে এ গ্রামে কেউই দোকান খোলা রেখে আড্ডা বা তাস খেলা করতে পারবে না। এমপির এমন কঠোর সিদ্ধান্ত ঘোষনায় উপস্থিত গ্রামবাসীরা করতালীর

মাধ্যমে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ সহ তাকে অভিনন্দন জানান।

এ শালিশ বৈঠকে কালীগঞ্জ উপজেলা পূজা ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ নেতা, প্রশান্ত কুমার খা, উজ্জল অধিকারী, বাবু মন্টু গোপাল, আ’লীগ নেতা ফরিদ উদ্দিন ও স্থানীয় ইউপি সদস্য সহ গনমাধ্যমের কর্মীগন উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান শুরু

মহামারি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কমায় দীর্ঘদিন পর আজ রোববার সরকারী নির্দেশনায় সারাদেশের মতো কুষ্টিয়ার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খুলে দেওয়া হয়েছে।

শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি মেন শুরু হয়েছে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে স্বশরীরে পাঠদান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের সময় ফুল দিয়ে বরণ করে নেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। শরীরের তাপমাত্রা মাপার পর প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সাবান দিয়ে হাত ধুইয়ে শ্রেনী কক্ষে প্রবেশ করানো হয়। এছাড়াও শ্রেনী কক্ষে পাঠদান শুরুর আগে করোনা সংক্রমন প্রতিরোধে করনীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের মাস্ক পরাসহ শতভাগ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন কঠোরভাবে নজরদারীতে রেখেছেন শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে সকালে পরিদর্শনে আসেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, জেলা শিক্ষা অফিসার জায়েদুর রহমান সহ সংশ্লিষ্টরা। এসময় তারা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক দের সাথে কথা বলেন ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে করোনার সচেতনতা বিষয়ক নানান দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোজাম্মেল হক বলেন, শিক্ষার্থীদের দির্দেশনা দেয়া হচ্ছে এবং সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনেই ক্লাস নেয়া হচ্ছে।

সহকারী শিক্ষক নাদিরা খানম বলেন, দীর্ঘদিন পর আজকে প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ৮০%। স্কুলে একটা আনন্দ উল্লাস বিরাজ করছে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ উল্লসিত আমরা সবাই।

তিনি বলেন, আমাদের স্কুলের প্রধান ফটক বেলুনের গেট করে সেখান থেকে ফুল, স্যানিটাইজার ও মাস্ক দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে আনন্দ ঘন পরিবেশে প্রবেশ করানো হচ্ছে সকল শিক্ষার্থীদের।

উপমা নামের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী বলেন, কতদিন স্কুলে আসা হয়নি। দেখা হয়নি, প্রিয় শিক্ষক সহ সহপাঠীদের। আজকে স্কুলে এসেই মনটা আনন্দে ভরে গেলো। মনে হচ্ছে আজকে আবার সেই প্রথম দিনের মতো নতুন করে স্কুলে আসলাম।

কুষ্টিয়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক এফতেখাইরুল ইসলাম বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুসারেই আমরা বিভিন্ন ভাগে ক্লাস নিচ্ছে, শিক্ষার্থীদের তাপমাত্রা ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করেই কেবল বিদ্যালয়ের গেট দিয়ে প্রবেশ করাচ্ছি। এছাড়াও স্বাভাবিক সকলের পরিবারের খোঁজ নিচ্ছি সকল শিক্ষার্থীর পরিবার করোনামুক্ত কিনা?

মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাদিয়া বলেন অনেক দিন পর স্কুলে এসে খুব আনন্দ লাগছে। স্কুল খুলে দেয়ায় আমরা আবার শিক্ষার্থীরা মিলে পড়াশোনা শুরু করবো।

এদিকে, বন্যাকবলিত হওয়ায় দৌলতপুরে বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান বিরত রাখা হয়েছে। বন্যার পানি নেমে গেলেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান শুরু হবে।

৫৪৪ দিন পর মহেশপুর উপজেলার

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাজলো ছুটির ঘন্টা

দীর্ঘদিন পর শুরু হয়েছে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রম। তারই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহের মহেশপুরের সবচেয়ে পুরাতন ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয় মহেশপুর সরকারি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

রবিবার মহেশপুর সরকারি পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার ঘোষিত নানা দিক নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিত করে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলছে পাঠদান কার্যক্রম। শিক্ষার্থীদের পদচারনায় আবার মুখরিত হয়ে উঠেছে বিদ্যালয় প্রাঙ্গন। অনেকদিন পর প্রিয় বিদ্যালয়ে আসতে পেরে উচ্ছ্বসিত ও উৎফুল্ল শিক্ষার্থীরা।

উপজেলা শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলো খোলার আগে থেকেই উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষরা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গন ও পাঠদানের কক্ষ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করাসহ অন্যান্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান গেইটে শিক্ষার্থীদের মাস্ক প্রদান, স্প্রে করা, ও শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করে ও ফুলেল শুভেচছা জানিয়ে শ্রেনীকক্ষে কক্ষে প্রবেশ করানো হয়েছে ।এছাড়াও প্রতিটি কক্ষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানায় দীর্ঘদিন পরে প্রিয় বিদ্যালয়ে আসতে পেরে তারা খুবই খুশি। সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনেই শিক্ষকরা তাদের শ্রেনি কক্ষে প্রবেশ করিয়েছে। এভাবেই তারা আগামীতেও স্কুলে আসতে চায়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জহুরুল ইসলাম বলেন, স্বাস্থ্য বিধি মেনে ১০ টা হতে ১ টা অব্দি পাঠদান করানো হবে। পাঠদানের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের প্রথমেই করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করনীয় বিধি ও সরকারের নির্দেশনাগুলো ভালো ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

প্রতিদিন আমরা প্রতিটি শ্রেণি কক্ষ জীবানুনাশক দিয়ে পরিস্কার করছি। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বেঞ্চে চিহ্নত করেছি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মামুনুল করিম বলেন, সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে উপজেলার সকল বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। আগামীতেও সকল স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব এবং সরকারের জারি করা নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য স্ব-স্ব বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেছি। যেন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মের কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

ঝিনাইদহে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের মতবিনিময় সভা

প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি ও এমপিও ভুক্তির দাবীতে ঝিনাইদহে মতবিনিময় সভা করেছে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদর।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি জেলা শাখা। পরিষদের সভাপতি আব্দুস সামাদ শফি’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আহ্বায়ক আরিফুর রহমান অপু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সমন্বয়ক এস এম উজ্জল, সদস্য সচিব আসাদুর রহমান। সভায় ঝিনাইদহ, যশোর ও নড়াইল জেলার শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা শেষে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি প্রদাণ, শিক্ষা উপকরণ শতভাগ বিতরণ, শিক্ষকদের শতভাগ বেতন ভাতা ও সকল সুবিধা প্রদাণসহ সরকারের প্রতি ১১ দফা দাবী সম্বলিত স্বারকলিপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর পেশ

□□□□□